বিচিত্র চিহ্ন

—— বন্ডুইন গ্রোলার

BanglaBook.org

বিচিত্র চিহ্ন

□ Strange Tracks □

বল্ডুইন গ্রোলার

সেপ্টেম্বর মাসের এক সুন্দর শনিবারের সকাল ছ'টার সময় খানসামা এসে ডাগোবার্টের ঘুম ভাঙাল। তার বন্ধু "ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাব"-এর সভাপতি এণ্ড্রিয়াস গ্রামব্যাক জরুরী বার্তা পাঠিয়েছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে যেন সেখানে চলে যায়। একটা খুন হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে ডাগোবার্ট বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে স্নানঘরে ঢুকলেন। কাজটা যত জরুরীই হোক তিনি কখনও প্রাত্যহিক প্রাতঃকৃত্যগুলি বাদ দেন না। তিনি যথারীতি ঠাণ্ডা জলে স্নান করলেন, খানসামা যথারীতি শরীর ডলাই-মলাই করল, প্রতিদিনের মতই ব্যায়ামের অনুশীলন করলেন। খানসামার সহায়তায় তাড়াতাড়ি পোশাক পরতে পরতেই বার্তাবাহক গ্রামব্যাকের সোফার মারিয়াস খুনের বিস্তারিত বিবরণ তাকে শোনাতে লাগল।

ভয়ে ঈষৎ বিবর্ণ মুখে এবং ছুটে আসার দরুণ উত্তেজনার ভিতর দিয়ে সে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি হড় হড় করে বলে গেল : গ্রামব্যাক পরিবার ছুটি কাটাতে ডেনিউব নদীর তীরে পুরনো ঐতিহাসিক শহর পোচলার্ণের নিকটবর্তী তাদের নিজস্ব পল্লীভবনে বাস করছিল। পাল্টিং, হিয়েসাউ, আইখগ্রাবেন প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে তাদের যে বিস্তীর্ণ জমিদারী সেখানে আছে পল্লীভবনটি তারই একটা অংশ—

"বলে যাও, বলে যাও," ডাগোবার্ট তার কথার মাঝখানেই বলে উঠলেন। এসব বিবরণ সোফারের চাইতে তিনি অনেক ভাল জানেন।

বার্তাবহ বলতে লাগল, "গতকাল সন্ধ্যায় বন-রক্ষক ম্যাথিয়াস ডিওয়াল্ড পল্লীভবনে এসেছিল ; প্রতি শুক্রবারেই সে আসে ; পাখিরক্ষক ও কাঠুরেদের মজুরির টাকাটা নিয়ে কাছারি-বাড়িতে জমা দেয় শনিবারে যাতে টাকাটা যথারীতি বণ্টন করা হয়। কিন্তু ডিওয়াল্ড আজও কাছারিতে ফেরে নি। এগারোটা পর্যন্ত তার জন্য অপেক্ষা করে প্রধান শিকার-রক্ষক দুজন সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে তার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। সকাল তিনটের সময় বনের প্রান্তে তার মৃতদেহটা পাওয়া গেছে। কিন্তু টাকাটা লুঠ হয়ে গেছে। প্রধান শিকার-রক্ষক তখন পল্লীভবনে ছুটে আসে এবং মনিবকে সব কথা জানায়।"

"ফ্রাউ গ্রামব্যাক কি সব কথা শুনেছেন? ডাগোবার্ট প্রশ্ন করলেন। তার ইচ্ছা, এই নৃশংস বিবরণ যেন তাকে জানানো না হয়।

www.BanglaBook.org

"হ্যাঁ। তিনিও সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়েন, আর তিনিই হের ডাগোবার্টকে লোক পাঠিয়ে ডেকে আনার কথা হের গ্রামব্যাককে বলেন। খুনটা কিভাবে হয়েছে তা অবশ্য আমি জানি না, কিন্তু আমার বিশ্বাস—"

ডাগোবার্ট তাকে থামিয়ে দিলেন। আর কিছু তিনি শুনতে চাইলেন না। কোন তদন্ত শুরু করার আগে বাসি সংবাদ তিনি শোনেন না ; এটা তার অনেক দিনের রীতি।

সোফারকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কখন সেখান থেকে যাত্রা করেছিলে ?"

"ঠিক চারটের সময় হের ডাগোবার্ট। আর এখানে পেঁৗচেছি কাটায়-কাটায় ছ'টার সময়।"

"দূরত্ব কতটা ?"

"ছিয়ানব্বই কিলোমিটার।"

"দুঘণ্টায়। খুব খারাপ নয়। কিন্তু আমাদের সেখানে ফিরতে হবে আরও তাড়াতাড়ি।"

"কিন্তু হের ডাগোবার্ট—"

"আমি বলেছি আরও তাড়াতাড়ি। একটা ষাট অশ্ব-শক্তির "মার্সিডেস"-এর কাছে সেটা খুব অধিক প্রত্যাশা নয়। আমি সঙ্গে একটা স্টপ-ওয়াচ নেব, আর তোমাকে সময়টা বলে দেব। শোন মারিয়াস, পল্লীভবনে ফিরে যেতে তোমার দুঘণ্টার চাইতে যত সময় কম লাগবে তার প্রতিটি মিনিটের জন্য আমি তোমাকে দুই ক্রোনেন করে দেব। একমাত্র এই সব ক্ষেত্রেই সময়টা টাকার মতই দামী হয়।"

নিজের দিকটা ভেবে মারিয়াস প্রস্তাবটা মেনে নিল ; একঘণ্টা বত্রিশ মিনিটে তারা পল্টিং দুর্গ-প্রাসাদে পেঁৗছে গেল। মারিয়াস খোলাখুলি খুশি হয়েই তার প্রাপ্য পুরস্কার ছাপ্পান্ন ক্রোনেন হাত পেতে নিল।

ফ্রাউ গ্রামব্যাক বারান্দাতেই অপেক্ষা করছিলেন ; বড় গাড়িটাতে ডাগোবার্টের সমুন্নত মাথাটা দেখেই তিনি প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন এবং পুরনো বন্ধুকে একটু বেশী সমাদরেই অভ্যর্থনা করলেন। এই ভয়ংকর ঘটনায় তার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেছে ; তিনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছেন। ডাগোবার্ট এসে পড়ায় তিনি কিছুটা স্বস্তিবোধ করলেন,—তিনি জানতেন পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য যা কিছু করণীয় সে সব কিছুই এবার করা হবে।

মহিলাই প্রথম কথা বললেন, আপনার জন্যই প্রতিরাশ নিয়ে অপেক্ষা করে ছিলাম। কিন্তু মাত্র বিশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের খাওয়া শেষ করতে হবে। সাড়ে আটটার সময় বিচার-বিভাগীয় কমিশন এখানে বসেই তদন্তের কাজ শুরু করবেন। আমার স্বামী কমিশনকে এখানে আনতে গেছেন।"

ডাগোবার্ট প্রাতরাশটা বেশ তৃপ্তি করেই খেলেন। বাড়ি ছেড়ে আসার আগে এ সব ছোটখাট কাজে তিনি সময় নষ্ট করেন নি।

বাড়ির মালিকের নেতৃত্বে কমিশন যথাসময়ে এসে হাজির হল। প্রয়োজনীয় পরিচয়-পর্বটা

www.BanglaBook.org

গ্রামব্যাকই সেরে দিলেন। তারপরেই কমিশনের কাজ শুরু হল। উপস্থিত ছিলেন : সচিবসহ জেলা জজ ; জেলার এটর্নির প্রতিনিধি ; জেলা সার্জন ডাঃ রামসাউর ; স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ; এবং প্রধান শিকার-রক্ষক।

জেলার এটর্নির প্রতিনিধি কোন পদস্থ সরকারী লোক নয় ; তিনি স্থানীয় ক্ষৌরকার, এই ধরনের ব্যাপারে প্রক্সি দেন মাত্র এবং বিচার-বিভাগীয় তদন্তের কাজ শুরু করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। যে খুনের তদন্ত করা হবে গুরুত্বের বিচারে সেটা জেলা আদালতের আওতার মধ্যে পড়ে না, সেটাকে তুলতে হবে সার্কিট আদালতের সামনে। জেলার এটর্নি এবং তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট আসবেন পরের দিন ; আজ যারা হাজির হয়েছেন তাদের কাজ হচ্ছে খুনের একটা যথাসম্ভব সঠিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা যা থেকে সমস্ত ব্যাপারটার একটা পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায়। তাছাড়া, অপরাধের সমাধানের ব্যাপারে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে এমন সব কিছুই যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখাও কমিশনের অন্যতম কর্তব্য।

সভার প্রাথমিক কাজকর্ম অল্প সময়েই শেষ হয়ে গেল। অপরাধের ঘটনাস্থলটি যাতে এক সঙ্গে দেখা যায় সেইজন্যই কমিশন পল্লীভবনে একত্র হয়েছিল। খুনের অকুস্থলে তদন্তের প্রাথমিক কাজ শেষ করে তার বিস্তারিত বিবরণটা প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে পরে তৈরি করা হবে। অবশ্য খুনের ব্যাপারে এর মধ্যেই যথেষ্ট নড়াচড়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। মৃতদেহটির খোঁজ পাবার পরেই প্রধান শিকার-রক্ষক তার দুজন সহকারীকে সেখানে মোতায়েন রেখেছিল যাতে কমিশন আসবার আগে কেউ মৃতদেহের কাছে যেতে না পারে। তারপরেই সে জেলা জজ ও সশস্ত্রবাহিনীর প্রধানকে খবর পাঠিয়েছে ; এবং কিছু আলোচনার পরে জঙ্গলের ভিতরটা খুঁজে দেখার জন্য দুজন সশস্ত্র সৈনিক ও দুজন সশস্ত্র বন-রক্ষককে সেখানে পাঠান হয়েছে।

গ্রামব্যাক কমিশনের সদস্যদের আগেই জানিয়েছিলেন যে তদন্তের দায়িত্ব নেবার জন্য একজন বিখ্যাত গোয়েন্দাকে আনা হয়েছে, আর সদস্যরাও সাগ্রহে শুনতে চাইলেন তাদের প্রাথমিক ব্যবস্থাদি ডাগোবার্ট সমর্থন করেছেন কি না।

ডাগোবার্ট বললেন, "এখনও পর্যন্ত সবই ঠিক আছে। কিন্তু এবার আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘটনাস্থলে যেতে হবে। প্রতিটি মিনিটই এখন মূল্যবান।"

বনের যে প্রান্তে ডিওয়াল্ডকে খুন করা হয়েছে সেটা পল্লীভবন থেকে পনেরো মিনিটের হাঁটা পথ। গ্রামব্যাক জানতে চাইলেন, তারা গাড়িতে যাবেন, না হেঁটে যাবেন। গাড়ি তৈরিই ছিল, কিন্তু কেউ কেউ বললেন, হেঁটে গেলে পথের মধ্যেই কোন সূত্র পাওয়া যেতেও পারে। ডাগোবার্ট অবশ্য স্থির করলেন গাড়িতেই যাওয়া হবে ; তিনি জানালেন, মৃতদেহটি পরীক্ষা করা হয়ে গেলে তবেই তদন্তের কাজ শুরু করা হবে।

কমিশন দুটো গাড়িতে চেপে চলে গেল। ফ্রাউ গ্রামব্যাক ও ডাগোবার্ট মোটর গাড়িটাতে চাপলেন। সেটা চালাচ্ছিল মারিয়াস আর চলছিল গোটা মিছিলের পিছন পিছন। মাত্র দুমিনিট

www.BanglaBook.org

চলার পরেই পরেই ফ্রাউ গ্রামব্যাক গাড়িটা থামিয়ে নেমে পড়লেন এবং পথের ধারে বসে থাকা একটি ভিখারীর টুপির মধ্যে কয়েকটা মুদ্রা ফেলে দিলেন।

তিনি গাড়িতে ফিরে এলে ডাগোবার্ট আপত্তি জানিয়ে বললেন, "আপনি তো গাড়ি থেকে না নেমে মুদ্রা ক'টি ছুঁড়ে দিতেও পারতেন।"

"না ডাগোবার্ট। ওর দিকে তাকিয়ে দেখুন। মুদ্রা ক'টা যদি টুপির মধ্যে না পড়ত তাহলে ও কি করত? ও তো নড়াচড়াই করতে পারে না।"

ডাগোবার্ট তাকিয়ে দেখলেন। পঙ্গু লোকটির শরীরটা রাক্ষসের মত। মাথাটা কুৎসিত আর অস্বাভাবিক রকমের বড়, হাইড্রোসেফালি রোগের সবগুলি লক্ষণ সুপ্রকট। কাঁধ দুটি বলিষ্ঠ, দুটি হাত অস্বাভাবিক লম্বা ও বলিষ্ঠ; কিন্তু শরীরের নিম্নাংশ ভয়ংকর রকমের দুর্বল ও বুদ্ধিহীন, পা দুটো চার বছরের শিশুর মত, অদ্ভুত রকমের বাঁকানো ও শক্তিহীন। সে যে কী করে চলাফেরা করে সেটা কল্পনা করাও কঠিন।

ফাউ গ্রামব্যাক গাড়িতে নিজের আসনে বসার পরে ডাগোবার্ট হুকুম দিলেন, "গাড়ি চালাও মারিয়াস। আমরাই প্রথমে পেঁছিতে চাই।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা অন্য সকলকে ধরে ফেলল। ফ্রাউ গ্রামব্যাক পঙ্গু লোকটার কথায় ফিরে গেলেন।

"আমাদের জেলায় সেই একমাত্র ভিখারী। আমরা তাকে যে কোন একটা প্রতিষ্ঠানে রেখে দিতে পারতাম যাতে তাকে আর ভিক্ষে করতে হত না। কিন্তু আমার কেবলই মনে হয়েছে যে তার পেশা থেকে তাকে বঞ্চিত করাটা খুবই নিষ্ঠুর কাজ হবে। এখন যা ব্যবস্থা তাতে সে রাস্তার ধারে এসে বসতে পারে, অন্ততপক্ষে চারদিককার জগৎটাকে তো দেখতে পারে। যেহেতু সে চলতে পারে না তাই আমি মনে করি যে তাকে একটা ঘরের মধ্যে তালাবন্ধ করে রাখাটা হৃদয়হীনের মত কাজ হবে। এখন তো রাস্তার ধারে এসে বসলেই প্রতিটি পথিক তাকে কিছুনা কিছু দেয়।"

পরিপাটি রাস্তাটা বনের প্রান্তে পেঁছে গেছে। বনরক্ষকরা মৃতদেহটি পাহারা দিচ্ছে—এই দৃশ্যটি চোখে পড়তেই ডাগোবার্ট গাড়িটা থামিয়ে দিলেন।

"ফ্রাউ ভায়োলেট, আপনি গাড়িতেই থাকুন। একটা মৃত মানুষকে দেখা আপনার সহ্য হবে না। যদি কিছু পাই তো আপনাকে পরে জানিয়ে দেব।"

এই কথা বলে তিনি মৃতদেহটির দিকে এগিয়ে গেলেন। বনরক্ষক দুজন তাদের কর্তব্য পালন করেছে,—সহজেই বোঝা যায় যে কোন অনধিকারী খুন হওয়া লোকটির কাছে যেতে পারে নি। অনেকগুলো চাষী ভয়ে স্তব্ধ হয়ে জায়গাটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ডাগোবার্ট দেহটা স্পর্শ করলেন, চারদিকে তাকাতে লাগলেন যাতে এমন কোন সূত্র পাওয়া যায় যেখান থেকে তদন্তটা শুরু করা যেতে পারে।

কমিশন এসে পেঁছলে সার্জনকেই প্রথম এগিয়ে যেতে দেওয়া হল। তিনি হাঁটু ভেঙে বসে

www.BanglaBook.org

একটু পরিশ্রম করেই মৃতদেহটাকে চিৎ করে শুইয়ে দিলেন। এতক্ষণ সেটা মুখ নীচু করেই শুয়ে ছিল। মৃতদেহ পরীক্ষা করতে করতে মাঝে মাঝে তিনি এই কথাগুলি বলে গেলেন :

"আত্মহত্যা অথবা দুর্ঘটনার প্রশ্নই ওঠে না···নিঃসন্দেহে খুন··লোকটির গলা টিপে ধরা হয়েছিল···আঙুলের ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে···পোমাস এডামিটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে···তার উপর, থাইরয়েড কার্টিলাজ এবং সাপ্টোরিয়ান কার্টিলাজও ভেঙে গেছে···সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয়েছে··· খুনটা হয়েছে আট বা দশ ঘণ্টা আগে—সম্ভবত মধ্যরাতের আগে।"

ডাগোবার্ট বললেন, "যদি অনুমতি করেন ডাক্তার, সঠিক সময়টা বেশী দরকারী। আমার বিশ্বাস, প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদের হাতেই আছে।"

সার্জন জবাব দিলেন, "আমি তা মনে করিনা হের ডাগোবার্ট। ঘণ্টা বা মিনিট ধরে মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করা বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব নয়।"

"সেক্ষেত্রে বিজ্ঞান ছাড়াই আমাদের চেষ্টা করতে হবে। কাল সন্ধ্যায় বা রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। এখন রাস্তাটা শুকিয়ে গেলেও যে কেউ দেখেই বুঝতে পারে যে কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে, বিশেষ করে এখানে যেখানে মৃতদেহটা পড়ে ছিল। নিহত লোকটির ভেজা পোশাক এখন প্রায় শুকিয়ে গেলেও মাটির উপর একটা ভেজার দাগ ফেলেছে। বৃষ্টিটা কখন শুরু হয়েছিল সেটা আমরা নিশ্চয় জানতে পারব।"

প্রধান শিকার-রক্ষক বলে উঠল, "সেটা আমি মিনিট ধরে বলে দিতে পারি। আটটা বাজতে পনেরো মিনিট থেকে আটটা পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ সহ বেশ জোরে বৃষ্টি হয়েছিল।"

ডাগোবার্ট বললেন, "তাহলেই তো কাজ শুরু করার মত একটা কিছু আমরা পেয়ে গেলাম। আমি বলছি, খুনটা করা হয়েছিল বৃষ্টি পড়ার আগে। আপনারাই ভেবে দেখুন। মৃতদেহের নীচেকার মাটি ধুলোময়, অথচ রাস্তাটা শুকনো হলেও ধুলোয় ভর্তি নয়। বৃষ্টি যে খুনের ঠিক পরেই পড়তে শুরু করেছিল তারও প্রমাণ আছে,—কিন্তু সে কথা পরে হবে : সে চিহ্নগুলি বিভ্রান্তিকর প্রমাণিত হলেও হতে পারে, তাই আমরা আপাতত সে কথায় যাচ্ছি না। যাই হোক, ধুলো তো মিথ্যা বলে না। অতএব ডিওয়াল্ড খুন হয়েছিল পৌনে আটটার আগে। আমরা জানি, পল্লীভবন থেকে সে টাকাটা নিয়েছিল সাড়ে ছ'টার সময়, আর যে সুতীর থলেতে টাকাটা ছিল সেটা সে রেখে দিয়েছিল তার পকেটে। তাছাড়া, এটাও জানা গেছে যে পল্লীভবন থেকে সে গিয়েছিল গ্রামের শুঁড়িখানায়, সেখানে দুই পাইট মদ গিলেছিল এবং গির্জার ঘণ্টায় সাতটা বাজার কিছুক্ষণ পরেই সে বাড়ির পথ ধরেছিল। অবশ্য এর পরে আর সময় নিয়ে কোন তর্কই উঠতে পারে না; কিন্তু ফারাকটা তো মাত্র কয়েক মিনিটের।—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে বৃষ্টি শুরু হবার অল্প কিছুক্ষণ আগেই সে এখানে পৌঁছেছিল। কিন্তু এটুকু পথ হেঁটে আসতে তার তো খুব বেশী হলেও পনেরো মিনিট লাগা উচিত। কেন যে অন্তত দ্বিগুণ সময় তার লেগেছিল সেটাই আমরা বুঝতে পারছি না; কিন্তু সময়টাকে পনেরো মিনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে আমরা সফল হয়েছি।

www.BanglaBook.org

কমিশনের সদস্যরা খুন সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন, মত-বিনিময় করলেন, এবং এ ব্যাপারে কিভাবে অগ্রসর হওয়া যায় সে বিষয়েও পরামর্শ দিলেন। ডাগোবার্ট তাদের কথায় কোনরকম বাধা দিলেন না। তিনি ফাউ গ্রামব্যাকের কাছে ফিরে গেলেন ; মারিয়ুসকে বললেন, গাড়িটাকে ধীরে সুস্থে পল্লীভবনে চালিয়ে নিয়ে যেতে।

ফ্রাউ গ্রামব্যাক শুধালেন, "আচ্ছা ডাগোবার্ট, তুমি কি কোন আশা করতে পারছ ?"

ডাগোবার্ট সংক্ষেপে ঘটনার একটা বিবরণ দিয়ে রাস্তার দুটো ধারকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করতে করতে চললেন। তারপর এক সময় চুপ করে গেলেন ; মনে হল, খুনের বিষয় নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করছেন।

একটু পরে বললেন, "এটা ডাকাতির উদ্দেশ্যে একটা সাধারণ খুন। অথচ এর সঙ্গে কতকগুলি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য জড়িয়ে আছে। সূত্রগুলি আপাত দুর্বোধ্যভাবে পরস্পর-বিরোধী। যে কেউ বিশ্বাস করবে যে খুনী এই অঞ্চলেরই বাসিন্দা—স্থানীয় ব্যাপারগুলির সঙ্গে খুবই পরিচিত। বনরক্ষক মণিবের বাড়ি থেকে একটা মোটা টাকা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে এ-বিষয়ে স্থির নিশ্চিত না হলে একটি গরিব বনরক্ষককে কেউ আক্রমণ করে না।"

"মাত্র ৪৫০ ক্রোনেনের জন্য !" চোখের জলে ভেসে ফ্রাউ গ্রামব্যাক বললেন। তার মত একজন বিশ্বাসী ও প্রভুভক্ত ভৃত্যের জীবনের পরিবর্তে যদি ঐ টাকার দশগুণ, এমন কি একশ' গুণ টাকাও যেত তাতেও দুঃখ ছিল না।"

"ডিওয়াল্ট যে প্রতি শুক্রবারেই পল্লীভবন থেকে টাকা আনতে যায় সেটা একমাত্র স্থানীয় লোকই জানতে পারে। অথচ সব কিছু দেখে একজন অপরিচিত লোকের কথাই মনে আসে। বল তো ফ্রাউ ভায়োলেট, গত কয়েক দিনের মধ্যে এমন কোন সার্কাসের দল কি এ গ্রামে এসেছে যারা শারীরিক কসরৎ বা ডিগবাজীর খেলা দেখায় ?"

"আসে নি তো।"

"অথবা কোন বেদের দল ?"

"তাও না।"

"কাছাকাছি কোথাও কোন মেলা বসেছিল কি ?"

"কয়েক মাইলের মধ্যে কোন মেলা বসে নি।"

"খুবই আশ্চর্য—আর আমার কাছে একেবারেই নতুন। আমি শপথ করে বলতে পারি যে খুনী একজন বাজিকর।"

"এত রকম মানুষ থাকতে বাজিকর কেন ?"

"অথবা তোমাদের গ্রামে কি এমন কোন লোক আছে যে বাজিকরের খেলা দেখায় ?"

"তাও নেই ডাগোবার্ট।"

"এতো মানুষকে পাগল করার মত কথা। আমি প্রমাণ করতে পারি ডিওয়াল্ডকে যে খুন

www.BanglaBook.org

করেছে সে একটি স্থানীয় লোক ; আবার ঠিক একইভাবে প্রমাণ করতে পারি যে সে স্থানীয় লোক হতেই পারে না।"

এতক্ষণে তারা সেই জায়গাটায় পেঁৗচেছে যেখানে পঙ্গু লোকটি বসে ছিল। হঠাৎ ডাগোবার্ট এক টিপেই দুটো মুদ্রা তার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। মুদ্রা দুটো দুই দিকে উড়ে গেল, কোনটাই প্রসারিত টুপিটার মধ্যে পড়ল না। দুটোই পড়ল রাস্তার উপরে ভিখারীটির কাছ থেকে কয়েক গজ দূরে। ডাগোবার্ট গাড়ি থেকে নামলেন, কিন্তু মুদ্রা দুটো তুলে নিতে ভিখারীকে সাহায্য করার ব্যাপারে কোনরকম তাড়াহুড়ো করলেন না। বরং নিষ্ঠুর উদাসীনতার সঙ্গে দেখতে লাগলেন, পঙ্গু লোকটি কেমন করে দুই হাতে ভর দিয়েই মুদ্রা দুটি তুলে নিল। তারপর গাড়িতে চেপে তিনি এগিয়ে গেলেন এবং কমিশনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পল্লীভবনে পেঁৗছে গেলেন।

সদস্যরা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেদন তৈরীর কাজে বসে গেলেন। তাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে চাইলেন না বলেই ডাগোবার্ট সেখান থেকে সরে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, তাদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি একটু হাঁটাহাঁটি করবেন আর চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখবেন।

জেলা জজ যে সব কার্য-বিবরণী মুখে বলে গেলেন তার ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে সচিবের এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগল ; উপস্থিত সদস্যবৃন্দের দ্বারা স্বাক্ষরিত হবার আগে সদ্যসমাপ্ত প্রতিবেদনটি সকলকে পড়ে শোনানো শুরু হবে এমন সময় ডাগোবার্ট এসে হাজির হলেন। তিনি ফিরে আসায় খুব খুশি হয়ে গ্রামব্যাক তাকে বিবরণীটা শুনতে বললেন, যাতে সে সম্পর্কে সকলে একমত হলে তিনিও তাতে স্বাক্ষর করতে পারেন।

আসনে বসতে বসতে ডাগোবার্ট বললেন, "তার কোন দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। আমি বরং ভাবছি, আমাদের আর একটা নতুন প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে।—এই সেই চুরির টাকাটা।"

এগিয়ে এসে তিনি টেবিলের উপর একটা ছোট কাপড়ের থলি রাখলেন ; এই থলিটাই ডিওয়াল্ড সর্বদা ব্যবহার করত। সঙ্গে সঙ্গে গুণে দেখা গেল, টাকার পরিমাণটা ঠিকই আছে। কমিশনের সদস্যরা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। ফ্রাউ গ্রামব্যাক গর্ব ও কৃতজ্ঞতাভরা দৃষ্টিতে ডাগোবার্টের দিকে তাকালেন ; তিনি জানতেন—এবং সব সময়ই বলেছেন—ডাগোবার্টের উপর নির্ভর করা যায়।

সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রশ্ন উড়ে এল। তিনি যখন টাকাটা উদ্ধার করেছেন তখন সত্যিকারের দোষী কে সে সব সূত্রও নিশ্চয় তার হাতে আছে।

ডাগোবার্ট বললেন, "দোষী ব্যক্তির কথা যদি তোলেন তো বলি, আমি নিজেই তাকে ধরে ফেলেছি এবং স্থানীয় জেলে তাকে পেঁৗছে দিয়েছি।"

"কে, ঈশ্বরের দোহাই—সে কে ?"

"অনুমতি করেন তো একে একে সবই বলছি। সার্জন দুটি বিষয় নিশ্চিত করেই বলেছিলেন—

www.BanglaBook.org

আত্মহত্যা অসম্ভব, আর মৃত্যু ঘটেছে শ্বাসরোধের ফলে। অবশ্য তিনি বলেন নি —আর সেটা তার ব্যাপারও নয়—যে ঘটনাপরম্পরা বিচার করলেই বোঝা যায় যে আক্রমণটা করা হয়েছিল পিছন দিক থেকে। এটা প্রমাণিত হয়েছে গলায় আঙুলের স্পষ্ট ছাপ থেকে, এবং মৃতদেহের অবস্থান থেকে—তার মুখটা ছিল নীচের দিকে। কোন সংঘর্ষ অথবা ধস্তাধস্তির চিহ্নই পাওয়া যায়নি; আর তার থেকেই দেখা দিল পরিস্থিতি-বিশ্লেষণের পথে প্রথম অসুবিধা। আক্রমণটা এত দ্রুত ও আকস্মিক-ভাবে করা হয়েছিল যাতে আক্রান্ত লোকটি ঘুরে দাঁড়াবার সময়টুকুও পায় নি সেটা ধারণা করাই কঠিন।—দ্বিতীয় অসুবিধাটা আরও বেশী বিভ্রান্তিকর। বস্তুত, আমাকে যেন একটা সম্পূর্ণ নতুন কিছুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল—এমন একটা কিছু যা হয় তো আগে কখনই ঘটে নি। আপনারা মনে করে দেখুন, সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান অত্যন্ত যত্ন সহকারে পায়ের ছাপ খুঁজেছেন। এ রকম অনুসন্ধানের পক্ষে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিল কিছুটা সুবিধাজনক, কিছুটা অসুবিধাজনক। কারণ ঝড়ের আগেকার পায়ের চিহ্ন বৃষ্টিতে মুছে যাবারই কথা। সুবিধাজনক, কারণ বৃষ্টির পরে কোন পায়ের ছাপ পড়ে থাকলে শুকিয়ে যাবার পরে সেগুলি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠারই কথা, যেহেতু খুনের জায়গার মাটিতে চুনের ভাগ ছিল।

"এখন, ডিওয়াল্ডের পায়ের ছাপ ছাড়া আর কোন পায়ের ছাপই চোখে পড়ে নি। কিন্তু এমন একটা কিছু সেখানে ছিল যা প্রথমে নজরে পড়ে নি—এমন কিছু যা একটা অসাধারণ ধাঁধার সৃষ্টি করল। হাতের ছাপ! এই অদ্ভুত ছাপগুলি আমি সহজেই ধরতে পেরেছিলাম এবং এই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে খুনটা করেছে এমন একজন দক্ষ বাজিকর যে—যাতে কোন পায়ের ছাপ না পড়ে সেই জন্য—ঘটনাস্থল থেকে চলে গেছে দুই হাতের উপর দাঁড়িয়ে আর পা দুটোকে শূন্যে তুলে।

"অবশ্য আমার এই সিদ্ধান্তটি ভুল হয়েছিল, যদিও খুনটা করেছিল এমন একটি মানুষ যে হাতের উপরে ভর দিয়েই হাঁটে। সারা জেলায় মাত্র একটি লোকই এ কাজটা করে—সে ভিক্ষুক লিপ। আর সেই খুনী।"

"অসম্ভব! একেবারেই অসম্ভব!" সকলে একবাক্যে আপত্তি জানাল।" লোকটা তো নড়তেই পারে না।"

"শান্ত হোন ভদ্রজনরা। নিঃসন্দেহে সেই অপরাধী। আর অপরাধটা আরও বেশী ঘৃণার্হ এই কারণে যে এটা ছিল ডিওয়াল্ডেরই উপচিকীর্ষার পুরস্কার। লিপ নিজেই ডিওয়াল্ডকে বলেছিল তার বাড়ি ফেরার পথে তাকে কিছুটা পথ বয়ে নিয়ে যেতে। ডিওয়াল্ড পঙ্গু লোকটিকে পিঠের উপর তুলে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আর সেই পথেই ডেকে এনেছিল তার নিজের নিয়তিকে। আগেই যে সময়ের পার্থক্যের কথাটা আমি বলেছি এতে তারও একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। পিঠে এ রকম একটা বোঝা নিয়ে যে পথটা হাঁটতে তার আধা ঘণ্টা লেগেছিল, বোঝা না থাকলে সে পথটা যেতে তার লাগত মাত্র পনেরো মিনিট।

"আমার তদন্ত-কার্য এখানেই শেষ। তাছাড়া, লিপের এই স্বীকারোক্তিটাও আমার কাছে

www.BanglaBook.org

আছে ; আমার সামনে এবং সোফার মারিয়াসকে স্বাক্ষী রেখে সে এটাতে সই করেছে। আপনাদের এখানে রেখে বাইরে যাবার সময় মারিয়াসকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম, আর তাকে বলেছিলাম একটা শক্ত দড়ি পকেটে ভরে নিতে। জনৈক সশস্ত্র সৈনিকের কাছ থেকে একজোড়া হাত-কড়াও ধার করে সঙ্গে নিয়েছিলাম। আমরা লিপের বাড়িতে গেলাম। সেখানে তার বুড়িকেও পেলাম ; সে তখন রাগে একেবারে অগ্নিমূর্তি। সে নালিশ করল, গত রাতেও লিপ অনেক দেরি করে বাড়ি এসেছিল ; দশটা পর্যন্ত শুঁড়িখানাতেই ছিল। আমি তো সোজাসুজি বুঝে ফেললাম যে সে শুঁড়িখানায় মোটেও যায় নি ; আমি আরও বুঝলাম, তার মত একটি ধীরগতি মানুষের পক্ষে অকুস্থল থেকে বাড়িতে পেঁছিতে অন্তত দুঘণ্টা সময় তো লাগবারই কথা।

"বাকিটা তো স্পষ্ট। তার ঘরে তল্লাসী চালিয়ে মেঝের একটা আলগা কাঠের নীচে টাকাটা পেলাম। তারপর গেলাম সেই রাস্তার ধারে যেখানে লিপ বসে থাকে, আর সরাসরি তাকে ডিওয়াল্ডকে খুনের অপরাধে অভিযুক্ত করলাম। প্রথমে সে অভিযোগ অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাকে টাকাটা দেখাতেই সে ভেঙে পড়ল এবং কাঁপতে কাঁপতে স্বীকার করল যে খুনটা সেই করেছে।

"আমার ইঙ্গিত পাওয়ামাত্রই মারিয়াস পিছন থেকে দড়িটাকে তার কাঁধের উপর দিয়ে ফেলে তার হাত দুটোকে শরীরের সঙ্গে এঁটে বেঁধে ফেলল। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক তাগিদেই লিপ হাত দুটোকে উপরের দিকে তুলে ধরল, আর তার হাতে হাত-কড়াটা পরিয়ে দেবার সুযোগটা আমাকে করে দিল। তখন মারিয়াস ও আমি তাকে তুলে নিয়ে গাড়িতে বসিয়ে সোজা চলে গেলাম জেলখানায়। আমার দিক থেকে এ মামলাটা এখানেই সমাপ্ত হল। শেষ কথাটি বলবেন বিচারকরা। তারাই স্থির করবেন এই কাজটির জন্য সে একাই দায়ী কিনা।...এবার আমাকে এখান থেকে চলে যাবার অনুমতি দিন, কারণ আর একটা অস্বাভাবিক রকমের শক্ত মামলা নিয়ে আমি খুবই ব্যস্ত আছি।"

ডাগোবার্ট কমিশনকে অভিবাদন করলেন, স্বাভাবিক সৌজন্যের সঙ্গে ফ্রাউ গ্রামব্যাকের হাতে চুমো খেলেন, এবং দুমিনিট পরেই গাড়িতে চেপে ফিরে গেলেন। চালকের আসনে বসল মারিয়াস।

www.BanglaBook.org